তারিখ ... 28 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

সমকাল

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মতবিনিময়

জঙ্গিবাদের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান একা দায়ী নয়

■ সমকাল প্রতিবেদক

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত জঙ্গিবাদবিরোধী মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেছেন, জঙ্গিবাদের জন্য শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে দায়ী করা ঠিক নয়। ধর্মের খণ্ডিত উপস্থাপন ও অপব্যাখ্যা, পারিবারিক প্যাটার্ন, সাংস্কৃতিক চর্চার সংকট, পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষার অভাব, ইতিহাস বিকৃতি, অপরাজনীতি ইত্যাদিও এর নেপথ্য কারণ। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধভাবে জঙ্গিবাদ মোকাবেলার কোনো বিকল্প নেই। গতকাল বুধবার 'জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ মোর্চা' এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে 'জঙ্গি প্রতিরোধে আমরা প্রস্তুত' শীর্ষক এ সভার আয়োজন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। সাংবাদিক আবেদ খানের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) আবদুর রশিদ, অধ্যাপক এম এম আকাশ, অধ্যাপক আবদুস সেলিম, সাংবাদিক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

জঙ্গিবাদের জন্য কোনো

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

চেয়ারম্যান আজিম উদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক কামাল পাশা চৌধুরী, চিত্রশিল্পী নাজমা আক্তার, প্রজন্ম '৭১-এর সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ রেজা নূর প্রমুখ।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, 'জঙ্গিবাদের জন্য শুধু নর্থ সাউথ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মাদ্রাসাকে দায়ী করা যাবে না। আমি জানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিহ্নিত শিবির রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হাজার শিক্ষকের ভেতরে অনেক শিক্ষক একেবারে জামায়াতের রুকন। কই তাদের তো ছাঁটাই করতে পারছেন না?'

জাসদ সভাপতি আরও বলেন, 'আমি প্রকাশ্যেই বলি এসব কথা। এ জন্য লোকে আমাকে পছন্দ করে না। সবাই বলে আপনি গরম লোক, আমি আসলে ঠাণ্ডা মানুষ। আমি চোরকে চোর বলি, আমার অপরাধ এটা, রাজাকারকে রাজাকার বলি আর জঙ্গিকে জঙ্গি বলি।' সম্প্রতি এমপিদের চোর ডেকে মন্ত্রিসভা এবং সংসদে তোপের মুখে পড়েন মন্ত্রী। এ জন্য তাকে ক্ষমাও চাইতে হয়।

মেজর জেনারেল (অব.) আবদুর রশিদ বলেন, 'জঙ্গিরা কীভাবে মগজধোলাই করে সে বিষয়ে গবেষণা করে দেখেছি, তারা ১৪ থেকে ২৪ বছরের তরুণদের বেছে নিচ্ছে। ধর্মের নামে শিক্ষার্থীদের কাছে আসে তারা। শিক্ষক, প্রাইভেট টিউটর, বন্ধু– এরাই তরুণদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। ভুল পথে যাওয়া ঠেকাতে হলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, শুনতেও হবে।' তিনি বলেন, 'জঙ্গিদের জানিয়ে দিতে হবে, আমরা যে ইসলামের চর্চা করি, তা মানুষ খুন অনুমোদন করে না।'

আবেদ খান বলেন, 'সামগ্রিক ব্যর্থতার দায় এককভাবে কারও ওপর চাপানো যায় না। আমি উত্তরায় থাকি। সেখানেও জঙ্গি ধরা পড়েছে। তাই বলে উত্তরার সবাই জঙ্গি এটা বলা যাবে না।' শিক্ষার্থীদের প্রতি ভয়, লজ্জা ও শঙ্কা কাটিয়ে আত্মানুসন্ধানের আহ্বান জানান তিনি।

এম এম আকাশ বলেন, 'নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে জঙ্গি ইস্যুতে খারাপ ব্র্যান্ডিং করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ঢালাওভাবে এ অভিযোগ করা ঠিক নয়।'

অধ্যাপক আবদুস সেলিম বলেন, 'সবার উপর মানুষ সত্য– এ মূল্যবোধ থেকে পিছিয়ে আসায় সমাজে সংকট দেখা দিয়েছে। কোনো একটি পয়েন্ট থেকে সমাজে মৌলবাদী চিন্তা ঢুকেছে। এটাকে চিহ্নিত করতে হবে।'

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা বলেন, 'কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে দোষারোপ করে সমাজ রক্ষা করা যাবে না।' প্রসঙ্গত, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের অভিযোগ থাকা এবং একটি পত্রিকায় দিনের পর দিন গণজাগরণ মঞ্চ ও ব্লগার রাজীব হায়দার সম্পর্কে অপপ্রচার চালানোর কথা জানিয়ে বলেন, 'পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতো বাংলাদেশের চলমান জঙ্গি তৎপরতার পেছনেও রাজনীতি রয়েছে।'

আজিম উদ্দিন আহমেদ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালিত্বকে ধারণ করে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে চলেছে। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে প্রশ্নোত্তর পর্বে তাদের পরিচয়পত্র পরিবর্তন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক অযথা হয়রানি বন্ধ, ক্যাম্পাসে বড় পরিসরে জাতীয় দিবসগুলো পালন, সন্দেহজনক মসজিদে নজরদারি এবং গণমাধ্যমে অপপ্রচার বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়।